দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সম্পাদকীয়

বইমেলা : সৃজনশীলতার অনন্য এক উৎসব

বর্ধিত পরিসরে ভিন্ন আঙ্গিকে আজ শুরু হইতেছে অমর একুশের গ্রন্থমেলা। মহান ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিনে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মাসব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করিবেন। একদা সীমিত পরিসরে গুটিকয়েক প্রকাশক লইয়া যেই বইমেলার যাত্রা শুরু হইয়াছিল তাহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে বহু আগেই। এইবার তাহাতে যুক্ত হইয়াছে তাৎপর্যপূর্ণ একটি নূতন মাত্রা। প্রথমবারের মতো বাংলা একাডেমীর চৌহদ্দি ছাপাইয়া মেলার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অবধি। পরিবর্তন আসিয়াছে স্টল বিন্যাসেও। সৃজনশীল প্রকাশকদের ঠাঁই হইয়াছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের খোলামেলা পরিসরে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ শিশুতোষ প্রকাশকদের স্টল রাখা হইয়াছে মেলা চত্বরেই। চাপ অনুভূত হইতেছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। প্রকাশক-পাঠক-দর্শকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলই মেলার পরিধি সম্প্রসারণের দাবি জানাইয়া আসিতেছিলেন। কারণ, কালপরিক্রমায় একদিকে যেমন মেলায় প্রকাশক-ক্রেতা ও দর্শক সমাগম বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি নিত্য-নূতন স্থাপনা নির্মাণের কারণে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে বাংলা একাডেমি চত্বরের পরিসর। অবশেষে সেই বাস্তবতাকে আমলে লইয়া বইমেলার পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ায় প্রকাশকরা যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, তেমনি বইয়ের ক্রেতা-দর্শক-পাঠকও যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অমর একুশের এই গ্রন্থমেলা শুধু রহিরঙ্গেই স্ফীত হয় নাই, আমাদের জাতীয় চৈতন্যের গভীরেও সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে ইহার শিকড়। একুশে ফেব্রুয়ারির মতো এই মেলাটিও পরিণত হইয়াছে আমাদের ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে বইয়ের কোনো বিকল্প নাই। তীব্র প্রতিযোগিতাময় এই বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার সর্বাপেক্ষা কার্যকর হাতিয়ারও যে নিরন্তর অধ্যয়ন বা জ্ঞানচর্চা তাহা লইয়াও দ্বিমত নাই। অথচ প্রযুক্তির বিস্ময়কর প্রসার এবং আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবসহ নানা কারণে বইবিমুখতা উদ্বেগজনক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। আগে পাড়া-মহল্লায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাগার ছিল। ছিল পাঠচক্র। ইহার বাহিরেও নানাভাবে বইবিনিময় চলিত। এখন সেই স্থান দখল করিয়া লইয়াছে ডিশ অ্যান্টেনা, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি। ক্ষেত্রবিশেষে ইহার কিছু কিছু নেতিবাচক প্রভাবও দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অপরিণত বয়স্ক শিশু-কিশোররাই। তাহাদের সিংহভাগ সময়ই গ্রাস করিয়া লইতেছে চিত্তাকর্ষক এইসব প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। এই প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গ্রন্থমুখী করিয়া তোলা গুরুতর চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশ একা নহে, গোটা পৃথিবীই এখন এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই দেশে প্রতি বৎসর এমন একটি বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়—যাহার জন্য সকল বয়সের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন এবং যেইখানে মাস জুড়িয়া হাজার হাজার মানুষের ভিড় লাগিয়া থাকে। সর্বোপরি, যেই মেলাকে কেন্দ্র করিয়া সৃজনশীলতার অনন্য এক ঝরনাধারা বহিয়া যায় সারা দেশে। অতএব, একটি জ্ঞানভিত্তিক মুক্ত সমাজ গঠনে এই গ্রন্থমেলার প্রভাব কত্তো গভীর ও ব্যাপক তাহা সহজেই অনুমেয়।

অমর একুশের এই গ্রন্থ মেলাটিকে এককথায় সৃজনশীলতার উৎসবও বলা যাইতে পারে। গত বৎসর রাজনৈতিক অস্থিরতার ভিতরেও প্রায় সাড়ে তিন হাজার নূতন বই প্রকাশিত হইয়াছে। মেলাকে কেন্দ্র করিয়া একদিকে যেমন সম্ভাবনাময় অনেক তরুণ লেখকের আবির্ভাব ঘটে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠিত কবি-লেখক-গবেষকদের মধ্যেও সৃষ্টি হয় সৃষ্টিশীলতার দুর্বার তাগিদ। আগ্রহী পাঠকও অপেক্ষায় থাকেন নূতন বইয়ের। ফলে বইমেলাটি হইয়া উঠিয়াছে লেখক-প্রকাশক ও পাঠকের গুরুত্বপূর্ণ এক সেতুবন্ধনও। আমরা জানি, এই বইমেলার প্রতি নীতিনির্ধারক মহলের সুনজর রহিয়াছে। তবু আমরা বলিব, জাতীয় মানসগঠনের মহামূল্যবান এই সম্পদটিকে সর্বতোভাবে আরও বিকশিত, বিস্তৃত ও পরিণত করিয়া তোলা আবশ্যক। ইহার একটি কার্যকর উপায় হইতে পারে—বই ক্রয়ে সরকারের অংশগ্রহণ বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। আমাদের বেসরকারি খাতও ইতিমধ্যে যথেষ্ট দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদেরও সহায়তার হাত প্রসারিত করা উচিত।

আমরা অমর একুশে গ্রন্থমেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।